খাদ্য ব্যবসায় ক্রয়-বিক্রয় এর রশিদ বা চালান সংরক্ষণ সম্পর্কিত

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুত, সরবরাহ বা বিক্রয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত রশিদ বা চালান সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। রশিদ বা চালান ব্যতীত খাদ্য ব্যবসা পরিচালনা করা নিরাপদ খাদ্য আইনে দন্ডনীয় অপরাধ।

১. নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য ব্যবসায়ীর বাধ্যবাধকতা) প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রবিধি-০৫ মোতাবেক উৎস শনাক্তকরণের জন্য সকল পর্যায়ের খাদ্য ব্যবসায়ীদের ক্রয়-বিক্রয়ের রশিদ বা চালান বা অন্য কোনো প্রমাণক (যদি থাকে) এ নিম্নের তথ্যসমূহ অবশ্যই থাকতে হবে।

ক) খাদ্য ব্যবসায়ীর নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর;

খ) খাদ্য ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর;

গ) খাদ্যের যথাযথ বিবরণ;

ঘ) খাদ্যের পরিমাণ (সংখ্যা/ওজন/আয়তন);

ঙ) লট, ব্যাচ, চালান শনাক্ত করার স্মারক নম্বর, ইত্যাদি;

চ) প্রতিটি লেনদেন/সরবরাহের তারিখ;

ছ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি;

২. খাদ্য ব্যবসায়ীদের খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ এর মেয়াদোত্তীর্ণের ন্যূনতম ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত রশিদ বা চালান বা প্রমাণক সংরক্ষণ করতে হবে।

৩. সকল খাদ্য ব্যবসায়ী বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শক-কে রশিদ বা চালান বা প্রমাণক প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবেন।

৪. আইন অমান্যকারী ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
খাদ্য মন্ত্রণালয়
www.bfsa.gov.bd